তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৪৯২

**সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে দেশের স্বাধীনতাকে অর্থবহ করতে হবে**

**-- মোস্তাফা জব্বার**

ঢাকা, ১১ চৈত্র (২৫ মার্চ) :

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, স্বাধীনতা আমাদের রক্তে কেনা অর্জন। আমাদের এই অর্জন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মতো একজন মহামানবের জন্ম এই মাটিতে হয়েছিলো বলে সম্ভব হয়েছিলো। সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে আমাদের এই অর্জনকে অর্থবহ করতে হবে। এই লক্ষ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের মাধ্যমে জ্ঞানভিত্তিক ডিজিটাল সাম্য সমাজ প্রতিষ্ঠায় ডিজিটাল মহাসড়ক নির্মাণে তিনি ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের কর্মকান্ডকে আরো গতিশীল করার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

মন্ত্রী আজ ঢাকায় মুজিব জন্মশতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ আয়োজিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক নেতৃত্ব : স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও দেশের উন্নয়ন বিষয়ক ভার্চুয়াল আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব মোঃ আফজাল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিটিআরসি’র চেয়ারম্যান শ্যাম সুন্দর সিকদার, বিএসসিএল চেয়ারম্যান ড. শাহজাহান মাহমুদ, ডাক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ সিরাজ উদ্দিন, বিটিসিএল এর ব্যাবস্থাপনা পরিচালক ড. রফিকুল মতিন, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অফিস সহায়ক তাহমিদা সুলতানা প্রমূখ বক্তৃতা করেন। মন্ত্রণালয় ও এর অধীন সংস্থা সমূহের কর্মকর্তা কর্মচারিগণ অনুষ্ঠানে সংযুক্ত ছিলেন।

মন্ত্রী ১৯৭১ সালের আজকের এই দিনে ঢাকা শহরে পাকিস্তানি বাহিনীর নিরস্ত্র বাঙালির ওপর বর্বোরোচিত হামলায় ঢাকা শহরকে লাশের শহরে পরিণত হয়েছিলো উল্লেখ করে বলেন, বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার এবং বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার জন্য খুবই স্মৃতি জাগানিয়া সময় ছিলো এটি। বীর মুক্তিযোদ্ধা মোস্তাফা জব্বার বলেন, আমার প্রজন্মের জন্য স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর এবং জাতির পিতার জন্মশতবর্ষ পালন করা খুবই সৌভাগ্যের। মা বাবা যারা যুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন তারাও ভাবেননি আমরা ফেরত আসব। আমরা পঞ্চাশ বছরের রূপান্তর দেখেছি। তিনি বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ববকে সমকালীন বিশ্বের বিস্ময় উল্লেখ করে বলেন, হুচিমিন, মাওসেতুং, চেগুয়েভারা, লেলিন কিংবা মাও সে তুং তাদের সাথে বঙ্গবন্ধুকে তুলনা করলে বলা যাবে বঙ্গবন্ধু ছিলেন অনন্য। পঞ্চাশ বছরের বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর সাড়ে তিন বছর এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১৭ বছরের বাংলাদেশের অগ্রগতির তুলনামূলক পার্থক্য তুলে ধরে মন্ত্রী বলেন, পঁচাত্তর পরবর্তী দীর্ঘ ২১ বছর বাংলাদেশ ছিলো অপশক্তির হাতে। বাংলাদেশ রাষ্ট্রটিকে পাকিস্তানি ভাবধারায় ফিরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা অব্যাহত ছিলো। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে আজকের বাংলাদেশ বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, আমাদের লক্ষ্য সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা আর এর অন্যতম হাতিয়ার হচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচি বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করা।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বাংলাদেশের অগ্রগতির বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরেন। তাদের বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধুর অবদান ও পঞ্চাশ বছরের বাংলাদেশের অগ্রগতির চিত্র উঠে আসে।

#

শেফায়েত/নাইচ/সঞ্জীব/সেলিম/২০২১/২২৩৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৪৯১

**জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও**

**স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানমালার নবম দিনের প্রতিপাদ্য**

**‘গণহত্যার কালরাত্রি ও আলোকের অভিযাত্রা’**

ঢাকা, ১১ চৈত্র (২৫ মার্চ) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষে ‘মুজিব চিরন্তন’ মূল প্রতিপাদ্যের দশ দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার নবম দিনের (২৫শে মার্চ ২০২১) অনুষ্ঠানের প্রতিপাদ্য ‘গণহত্যার কালরাত্রি ও আলোকের অভিযাত্রা’।

আজ জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে আয়োজিত অনুষ্ঠান টেলিভিশন, বেতার, অনলাইন ও স্যোশ্যাল মিডিয়ায় সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে আলোচনা এবং দ্বিতীয় পর্বে ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

আলোচনা পর্বে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন আসাদুজ্জামান নূর, এমপি। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক। অনুষ্ঠানে প্রিন্স চার্লস, দক্ষিণ কোরিয়ার প্রধানমন্ত্রী চাং সে কাইয়ুন, বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সুহৃদ জাপানের তাকাশি হাওয়াকাওয়া-এর পুত্র ওসামু হায়াকাওয়া এবং বাংলাদেশে আলজেরিয়ার রাষ্ট্রদূত রাহাব লারবি-এর ভিডিও বার্তা প্রচার করা হয়।

এছাড়া স্পেনের রাজা ষষ্ঠ ফিলিপ, বেলজিয়ামের রাজা ফিলিপ, চেক রিপাবলিকের প্রেসিডেন্ট মিলোস জেমান, পোলান্ডের প্রেসিডেন্ট আন্দ্রেজেজ দুদা, জাম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট এডগার লুঙ্গু, কিউবার প্রেসিডেন্ট মিগেল দিয়াস-কানেল এবং বুলগেরিয়ার প্রধানমন্ত্রী বয়কো বরিসভ-এর শুভেচ্ছা বার্তা পড়ে শোনানো হয়।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পর্বে বঙ্গবন্ধুকে উৎসর্গ করে বন্ধুরাষ্ট্র আলজেরিয়া, ব্রুনাই এবং ইন্দোনেশিয়ার সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, ভাটিয়ালি গানের সুরে কোরিওগ্রাফি পরিবেশনা, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে গাওয়া আমেরিকান সংগীত শিল্পী জোয়ান বায়েজের গান, চট্টগ্রামের শিশুস্বর্গ দলের পরিবেশনা এবং যুদ্ধকন্যার বক্তব্যের ভিডিও ক্লিপ, অ্যালেন গিন্সবার্গের ‘সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড’ শীর্ষক সংগীতের সাথে থিয়েট্রিকাল কোরিওগ্রাফি, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী ও পরবর্তী প্রজন্মের শিল্পীগণের যৌথ পরিবেশনা, কম্বোডিয়ার লোকযন্ত্রবাদন ও কোরিওগ্রাফি প্রদর্শন, ‘যুদ্ধাপরাধের বিচার’ শীর্ষক একটি ভিডিও ক্লিপ, ঢাকা থিয়েটারের পরিবেশনায় নাট্যাংশ ‘নিমজ্জন’, ‘উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদী রথে’ শীর্ষক বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ভিডিও প্রদর্শন, বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে গান, সাবিনা ইয়াসমিনের কণ্ঠে দেশাত্মবোধক গান এবং স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গান পরিবেশনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

#

নাসরীন/নাইচ/সঞ্জীব/সেলিম/২০২১/২২৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৪৯০

টেলিভিশনে স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য

**সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়া**

ঢাকা, ১১ চৈত্র (২৫ মার্চ) :

সরকারি-বেসরকারি টিভি চ্যানেলসহ সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় নিম্নোক্ত বিষয়টি স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো :

**মূলবার্তা :**

মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে আগামীকাল সকল মসজিদে জুমার নামাজের পর দেশের শান্তি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত করা হবে। এছাড়া অন্যান্য ধর্মীয় উপাসনালয়ে বিশেষ প্রার্থনা করা হবে।

#

রোকসানা/মাসুম/সাহেলা/আব্বাস/২০২১/২১২২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৪৮৯

‘বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত : বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নের এক দশক’ শীর্ষক সেমিনার

**সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে নিজস্ব উদ্ভাবন শক্তি কাজে লাগাতে হবে**

**-- প্রধানমন্ত্রীর জ্বালানি উপদেষ্টা**

ঢাকা, ১১ চৈত্র (২৫ মার্চ) :

প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম বলেছেন, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে নিজস্ব উদ্ভাবন শক্তি কাজে লাগাতে হবে। মানবিক দৃষ্টি সম্পন্ন উদ্ভাবন শক্তির প্রসার নিয়ে টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা), জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল আরো গবেষণা করতে পারে।

প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা আজ অনলাইনে ‘বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত : বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নের এক দশক’ শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। ২৫ মার্চ কালরাত্রি ও মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে তিনি বলেন, ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ছিল ৯৫ ডলার যা তখন পাকিস্তানের মাথাপিছু আয়ের অর্ধেক। কিন্তু মাত্র সাড়ে তিন বছরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ২৭৭ ডলারে উন্নীত করেন যা পাকিস্তানের চেয়ে বেশি। বঙ্গবন্ধু যে দূরদর্শিতায় ৫টি গ্যাস ক্ষেত্র ক্রয় করেছিলেন তার তৎকালীন ক্রয় মূল্য আর বর্তমান মূল্য তুলনা করলে দেখা যায় ২৩০০ গুন বেশি।

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিব মোঃ আনিছুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে সংযুক্ত ছিলেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিপিসির চেয়ারম্যান আবু বকর সিদ্দিকী। মূল প্রবন্ধের আলোচনা করেন হাইড্রোকার্বন ইউনিটের মহাপরিচালক এএসএম মঞ্জুরুল কাদের ও ব্লু ইকোনমি সেলের অতিরিক্ত সচিব মোঃ জাকির হোসেন।

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী বলেছেন, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যাপক প্রয়োগ জ্বালানি খাতকে সমৃদ্ধ করবে। জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত হলেই সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলা সহজ হবে। প্রাকৃতিক গ্যাসের সরবরাহ বৃদ্ধি, এলপিজি ও এলএনজি সরবরাহ, কয়লা উৎপাদন বৃদ্ধি, জ্বালানি তেলের মজুদ বৃদ্ধি এবং আধুনিক সরবরাহ ও সঞ্চালন ব্যবস্থা বাংলাদেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর জ্বালানি নীতি বাংলাদেশের জ্বালানি ব্যবস্থাপনা মজবুত করেছে। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনা গ্রামে বিদ্যুতায়নের সুষম উন্নয়নের প্রতিচ্ছবি। গ্রিড এলাকায় শতভাগ মানুষ বিদ্যুতায়নের আওতায় এসেছে। দুর্গম পাহাড়ি ও বিচ্ছিন্ন চর ছাড়া সবাই বিদ্যুৎ পাচ্ছে। মুজিববর্ষেই গ্রিড ও অফগ্রিড এলাকার সবাই বিদ্যুৎ পাবে। বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী এসময় আরো বলেন, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরিবেশবান্ধব উন্নত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার যে রূপরেখা দিয়েছেন তার নেপথ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত। ধীরে ধীরে বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নের দিকেই যাচ্ছে। প্রত্যেকে অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করলে ২০৪১ সালের আগেই বাংলাদেশ হবে সমৃদ্ধ উন্নত একটি দেশ।

#

আসলাম/রোকসানা/সাহেলা/মোশারফ/সেলিম/২০২১/২১৩০ ঘণ্টা

**তথ্যবিবরণী** নম্বর : ১৪৮৮

**শাল্লায় হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়ি-ঘরে হামলাকারীদের**

**দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ভোগ করতে হবে**

**--ধর্ম প্রতিমন্ত্রী**

শাল্লা (সুনামগঞ্জ) ১১ চৈত্র (২৫ মার্চ) :

ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান বলেছেন, গত ১৭ই মার্চ যে দুষ্কৃতকারীরা ফেইসবুক স্ট্যাটাসকে কেন্দ্র করে ধর্মীয় উন্মাদনা তৈরি করে সুনামগঞ্জ জেলার শাল্লা উপজেলার নোয়াগাঁও গ্রামে হিন্দু সম্প্রদায়ের   
বাড়ি-ঘরে হামলা, ভাংচুর ও লুটপাটের ঘটনা ঘটিয়েছে, তারা দেশ ও মানবতার শত্রু, তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ভোগ করতেই হবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ সুনামগঞ্জ জেলার শাল্লা উপজেলার নোয়াগাঁওয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়ি-ঘর পরিদর্শন এবং ভুক্তভোগী পরিবারের মাঝে নগদ অর্থ ও খাদ্য সামগ্রী বিতরণকালে এক সংহতি সমাবেশে এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, শাল্লার ন্যাক্কারজনক ঘটনা অত্যন্ত দঃখজনক এবং বেদনাদায়ক। তিনি সেদিনের হামলায় আক্রান্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের ভাই-বোনদের প্রতি গভীর সমবেদন জানান এবং এই ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। যে বা যারা এই ঘটনার সাথে জড়িত, তাদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ইতোমধ্যে স্থানীয় প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে । অপরাধী যে বা যারাই হোক না কেন-তাদের কোন প্রকার ছাড় দেওয়া হবে না।

এ সময় প্রতিমন্ত্রী বলেন, শাল্লায় হিন্দু সম্প্রদায়ের যে সকল নাগরিকের বাড়ি-ঘর হামলার শিকার হয়েছে, আর্থিক, শারীরিক ও মানসিকভাবে যারা নির্যাতিত হয়েছেন, তাদেরকে সব ধরনের সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে প্রশাসন অপরাধীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে শুরু করেছে।

সুনামগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোঃ মতিউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন জাতীয় সংসদের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ও হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান মনোরঞ্জনশীল গোপাল, মুহিবুল হক মানিক, এমপি, মোয়াজ্জেম হোসেন রতন,এমপি, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মু: আঃ হামিদ জমাদ্দার, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ট্রাস্টি ও সাবেক সচিব অশোক মাধব রায়, ট্রাস্টি-বীর মুক্তিযোদ্ধা রাজেন্দ্র দেব মণ্টু, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের সচিব ড. দিলীপ কুমার ঘোষ, সুনামগঞ্জ জেলার জেলা প্রশাসক মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, সুনামগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার এনামুল কবীর ইমন এবং এলাকার হিন্দু সম্প্রদায়ের ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যসহ জনসাধারণ উপস্থিত ছিলেন।

#

আনোয়ার/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/২১১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৪৮৭

**সারা দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় ৭০ হাজার ৪০৭ জনের ভ্যাকসিন গ্রহণ**

ঢাকা, ১১ চৈত্র (২৫ মার্চ) :

গত ২৪ ঘণ্টায় সারা দেশে মোট ৭০ হাজার ৪০৭ জন ভ্যাকসিন গ্রহণ করেছেন। এদের মধ্যে পুরুষ ৪০ হাজার ৬৩ জন এবং মহিলা ৩০ হাজার ৩৪৪ জন।

এ নিয়ে সারা দেশে গত ২৭ জানুয়ারি থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত সর্বমোট ভ্যাকসিন গ্রহীতার সংখ্যা ৫১ লাখ ৩৯ হাজার ৪৫৬ জন। এদের মধ্যে পুরুষ ৩২ লাখ ৯ হাজার ৫৭ জন এবং মহিলা ১৯ লাখ ৩০ হাজার ৩৯৯ জন।

উল্লেখ্য, ২৫ মার্চ বিকাল ৫টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত সরকার কর্তৃক তৈরিকৃত সুরক্ষা অ্যাপে মোট ৬৫ লাখ ৩৬ হাজার ২৭৩ জন ভ্যাকসিন গ্রহণের জন্য নিবন্ধন করেছেন।

#

মিজানুর/রোকসানা/সাহেলা/রেজুয়ান/মোশারফ/সেলিম/২০২১/২০২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৪৮৬

**বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ বুদ্ধিজীবীদের তালিকা প্রকাশ**

ঢাকা, ১১ চৈত্র (২৫ মার্চ) :

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে এসে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ বুদ্ধিজীবীদের নামের চূড়ান্ত তালিকা (প্রথম পর্যায়) প্রকাশ করেছে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক আজ এক সংবাদ সম্মেলনে ১ লাখ ৪৭ হাজার ৫৩৭ জন বীর মুক্তিযোদ্ধার তালিকা প্রকাশ করেন। ১৯১ জন শহিদ বুদ্ধিজীবীর নামের তালিকাও একই সঙ্গে প্রকাশ করা হয়।

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকায় শীর্ষে রয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং জাতীয় চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী ও এ এইচ এম কামারুজ্জামানের নাম।

তালিকায় ঢাকা বিভাগের বীর মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ৩৭ হাজার ৩৮৭ জন; চট্টগ্রাম বিভাগে ৩০ হাজার ৫৩ জন, বরিশাল বিভাগে ১২ হাজার ৫৬৩ জন, খুলনা বিভাগে ১৭ হাজার ৬৩০ জন, ময়মনসিংহ বিভাগে ১০ হাজার ৫৮৮ জন, রাজশাহী বিভাগে ১৩ হাজার ৮৯৯ জন, রংপুর বিভাগে ১৫ হাজার ১৫৮ জন ও সিলেট বিভাগে ১০ হাজার ২৬৪ জন বীর মুক্তিযোদ্ধা রয়েছেন।

এ সময় মন্ত্রী বলেন, ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমে এন্ট্রি করা হয়েছে ১ লাখ ৮২ হাজার ৮৩৪ জন বীর মুক্তিযোদ্ধার নাম। তবে প্রায় ৩৫ হাজার জনের বেসামরিক গেজেটে জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের অনুমোদন না থাকায় এ তালিকার বাইরে রাখা হয়েছে। ইতিমধ্যে এসব গেজেট নিয়মিতকরণের উদ্দেশ্যে ৪৩৪ উপজেলার প্রতিবেদন হাতে পেয়েছে মন্ত্রণালয়। যাচাই-বাছাই ও আপিল শুনানি শেষে চলতি বছরের ৩০ জুন বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নাম চূড়ান্ত তালিকায় প্রকাশ করা হবে।

বুদ্ধিজীবীদের তালিকা প্রণয়ন প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, ১৪ ডিসেম্বর শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন করলেও তাঁদের কোনো তালিকা করা হয়নি। বিলম্বে হলেও সে তালিকা তৈরি করা শুরু হয়েছে। ধাপে ধাপে যাচাই-বাছাই করে বুদ্ধিজীবীর আরো তালিকা প্রকাশ করা হবে।

#

মারুফ/রোকসানা/সাহেলা/রফিকুল/সেলিম/২০২১/২১০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৪৮৫

**রমজান মাস উপলক্ষে দরিদ্র ও দুস্থ পরিবারের সাহায্যার্থে**

**১২১ কোটি ৬৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ**

ঢাকা, ১১ চৈত্র (২৫ মার্চ) :

আসন্ন রমজান মাস উপলক্ষে দেশের দরিদ্র ও দুস্থ পরিবারের সাহায্যার্থে বিতরণের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১২১ কোটি ৬৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। আজ এ বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

দেশের ৬৪টি জেলার চার হাজার ৫৬৮টি ইউনিয়নের প্রতিটিতে দুই লাখ ৫০ হাজার টাকা হারে মোট ১১৪ কোটি ২০ লাখ টাকা মানবিক সহায়তা হিসেবে প্রদানের জন্য অর্থ ছাড় করা হয় । সারা দেশের ৩২৮টি পৌরসভার অনুকূলে মোট পাঁচ কোটি ৬৭ লাখ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। এর মধ্যে এ ক্যাটাগরির প্রতিটি পৌরসভার জন্য দুই লাখ টাকা, বি ক্যাটাগরির প্রতিটি পৌরসভার জন্য এক লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং সি ক্যাটাগরির প্রতিটি পৌরসভার জন্য এক লাখ টাকা হারে বরাদ্দ প্রদান করা হয় ।

এছাড়াও ঢাকা দক্ষিণ ও উত্তর, গাজীপুর এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের জন্য সাত লাখ টাকা হারে বরাদ্দ দেয়া হয়। ময়মনসিংহ, নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা, রাজশাহী, রংপুর, খুলনা, বরিশাল এবং সিলেট সিটি কর্পোরেশনের প্রতিটির জন্য পাঁচ লাখ টাকা হারে বরাদ্দ দেয়া হয় । তাছাড়া দেশের ৬৪ টি জেলায় এ ক্যাটাগরি দুই লাখ, বি ক্যাটাগরি এক লাখ পঞ্চাশ হাজার এবং সি ক্যাটাগরি জেলার জন্য এক লাখ টাকা হারে মোট এক কোটি ৭৭ লাখ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ।

মুজিববর্ষে কোভিড পরিস্থিতিসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ও অসহায় পরিবারকে তাৎক্ষণিকভাবে খাদ্য সহায়তার জন্য এ অর্থ ব্যয় করা যাবে।

#

সেলিম/রোকসানা/সাহেলা/রেজুয়ান/মোশারফ/সেলিমুজ্জামান/২০২১/১৯২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৪৮৪

**২৫ মার্চের কালরাত ছিল জঘন্যতম হত্যাকাণ্ডের সূচনামাত্র**

**-- তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১১ চৈত্র (২৫ মার্চ) :

তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ মুরাদ হাসান বলেছেন, ২৫ মার্চের গণহত্যা শুধু এক রাতের হত্যাকাণ্ডই ছিল না। এটা ছিল মূলত বিশ্বসভ্যতার জন্য এক কলঙ্কজনক জঘন্যতম গণহত্যার সূচনামাত্র।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, অস্ট্রেলিয়ার ‘দ্য সিডনি মর্নিং হেরাল্ড’ পত্রিকার ভাষ্য মতে, শুধু ২৫ মার্চ রাতেই বাংলাদেশে প্রায় ১ লাখ মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল, যা গণহত্যার ইতিহাসে এক জঘন্যতম ভয়াবহ ঘটনা। পরবর্তী ৯ মাসে একটি জাতিকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার লক্ষ্যে ৩০ লাখ নিরপরাধ নারী-পুরুষ-শিশুকে হত্যার মধ্য দিয়ে বর্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসররা পূর্ণতা দিয়েছিল সেই ঘৃণ্য ইতিহাসকে।

প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর তথ্য ভবন মিলনায়তনে গণহত্যা দিবস উপলক্ষে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

মুরাদ হাসান বলেন, সেনা অভিযানের শুরুতেই হানাদার বাহিনী বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে তাঁর ধানমণ্ডির বাসভবন থেকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারের আগে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে দেশে শুরু হয় স্বাধীনতার যুদ্ধ। নয় মাস সংগ্রামের মাধ্যমে ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে অর্জিত হয় কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা।

তরুণ প্রজন্মের কাছে স্বাধীনতার ইতিহাস ছড়িয়ে দেবার আহ্বান জানিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতা বিরোধী চক্র এখনো সমানভাবে সক্রিয়। এদের পরাজিত করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে একটি অসাম্প্রদায়িক উন্নত বাংলাদেশ গড়তে হবে।

ডিএফপির মহাপরিচালক স ম গোলাম কিবরিয়ার সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তৃতা করেন জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক শাহীন ইসলাম, গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বিধান চন্দ্র কর্মকার, বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক আহমেদ কামরুজ্জামান প্রমুখ।

এর আগে প্রতিমন্ত্রী আলোকচিত্র ও ক্রোড়পত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন।

#

মাহবুবুর/রোকসানা/সাহেলা/রেজুয়ান/মোশারফ/সেলিম/২০২১/২০৫০ ঘণ্টা

**তথ্যবিবরণী** নম্বর : ১৪৮৩

**গণহত্যা দিবসের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও গণহত্যাকারীদের বিচার দাবি**

ঢাকা, ১১ চৈত্র (২৫ মার্চ) :

১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসরদের দ্বারা সংঘটিত গণহত্যা বিশ্বের ইতিহাসে অন্যতম জঘন্য গণহত্যা। এ গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও গণহত্যাকারীদের বিচার নিশ্চিত করতে হবে। একই সাথে পাকিস্তানকে বাংলাদেশের কাছে ক্ষমা চাওয়া ও ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করতে হবে।

আজ জাতীয় জাদুঘরে ২৫ মার্চ 'গণহত্যা দিবস’ পালন উপলক্ষে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তারা এসব কথা বলেন।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব তপন কান্তি ঘোষের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি শাজাহান খান। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু চেয়ার অধ্যাপক ড. মুনতাসীর মামুন, বিশেষ বক্তা ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক।

মন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতার ৫০ বছরের মধ্যে ৩০ বছরই স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি ক্ষমতায় থাকায় গণহত্যার ইতিহাস তারা ভুলিয়ে দিতে সচেষ্ট ছিল। নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানাতে বিজয়ের গল্পের সাথে পাকিস্তানের অত্যাচার ও গণহত্যার ইতিহাসও বলতে হবে।

মন্ত্রী আরো বলেন, ২৫ মার্চ 'আন্তর্জাতিক গণহত্যা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতির দাবি রাখে। গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়ের জন্য আরো ব্যাপকভাবে প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এজন্য আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কাজ করছে।

শাজাহান খান বলেন, পাকিস্তানি পরাজিত শক্তি এখনো বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র অব্যাহত রেখেছে। বাংলাদেশের কাছে পাকিস্তানিদের ক্ষমা চাওয়া ও ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হবে।

#

মারুফ/রোকসানা/সাহেলা/মোশারফ/আব্বাস/২০২১/১৯২৫ ঘণ্টা

**তথ্যবিবরণী** নম্বর : ১৪৮২

**সাম্প্রদায়িকতাকে মাথা চাড়া দেওয়ার সুযোগ দেয়া হবে না**

**---মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী**

ঢাকা, ১১ চৈত্র (২৫ মার্চ) :

[[

সাম্প্রদায়িকতাকে মাথা চাড়া দেওয়ার সুযোগ দেয়া হবে না বলে মন্তব্য করেছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম।

২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস উপলক্ষে পিরোজপুর জেলা প্রশাসন আয়োজিত আলোচনা সভায় রাজধানীর বেইলি রোডের সরকারি বাসভবন থেকে ভার্চুয়ালি সংযুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এ মন্তব্য করেন।

এ সময় তিনি বলেন, বাংলাদেশে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সবাই একটা চমৎকার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মধ্যে আছে। এর মধ্যেও সুনামগঞ্জের শাল্লায় হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় আক্রমণ হয়েছে। যারা আক্রমণ করেছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশে ত্রিশ লাখ শহিদের বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক শক্তিকে মাথা তুলে দাঁড়াতে দেয়া হবে না। যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার, সে ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হবে। তাদের দমন করা হবে।

মন্ত্রী আরো বলেন, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ বর্বর পাকিস্তানি এবং এদেশীয় দোসররা নিরস্ত্র বাঙালির উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। রাজারবাগ পুলিশ লাইনসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালায় তারা। সেজন্য ইতিহাসে ২৫ মার্চ একটা বর্বরোচিত কালো অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। এ নির্মম ঘটনা যারা সংগঠিত করেছিল তাদের দোসর এদেশীয় একটি শ্রেণি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর পুনর্বাসিত হয়েছিল। বাংলাদেশের রাজনীতিতে সুপ্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। এমনকি বঙ্গবন্ধুর খুনিদের রাজনীতিতে ও সরকারে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। এভাবেই পঁচাত্তর পরবর্তী সরকারগুলো বাংলাদেশকে কার্যত পূর্ব পাকিস্তানে পরিণত করার ব্যবস্থা করেছিল।

পিরোজপুরের জেলা প্রশাসক আবু আলী মোঃ সাজ্জাদ হোসেনের সভাপতিত্বে পিরোজপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোল্লা আজাদ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক চৌধুরী রওশন ইসলাম, সিভিল সার্জন হাসনাত ইউসুফ জাকি, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বশির আহমেদ, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জিয়াউল আহসান গাজী, সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার গৌতম নারায়ণ রায় চৌধুরী, জেলা পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক গোপাল বসু,  জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি জাহিদ খান টিটু প্রমুখ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

#

ইফতেখার/রোকসানা/সাহেলা/রফিকুল/আব্বাস/২০২১/১৯৩৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৪৮১

**সরকার দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছে**

**-- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী**

ঢাকা, ১১ চৈত্র (২৫ মার্চ) :

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম বলেছেন, সরকার দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছে। অতীতে বিচারহীনতার সংস্কৃতিতে দেশ নিমজ্জিত ছিল। দেশ অপরাধীদের অভয়ারণ্যে পরিণত হয়েছিল, জঙ্গিবাদের উত্থান ঘটেছিল। বিচার ব্যবস্থা হচ্ছিল বিঘ্নিত। শেখ হাসিনার শাসনামলে বিচার বিভাগ স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে কাজ করছে।

আজ রাজধানীর বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের নবনির্মিতব্য বহুতল ভবনের নির্মাণ কাজ পরিদর্শনকালে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, বিচার বিভাগের অপরিহার্য অংশ হচ্ছে আইনজীবীরা। আইনজীবী ও বিচার ব্যবস্থার কল্যাণে শেখ হাসিনা সরকার সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশে বার কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে বার কাউন্সিলের ১৫ তলাবিশিষ্ট দৃষ্টিনন্দন বহুতল ভবন নির্মিত হচ্ছে। আইনজীবীদের জন্য এটি নজিরবিহীন আনন্দের বিষয়।

নির্মাণাধীন ভবনটি দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন ও দৃষ্টিনন্দন বার কাউন্সিল ভবন হবে উল্লেখ করে এ ভবন নির্মাণের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি আইনজীবীদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান মন্ত্রী।

মন্ত্রী নির্মাণাধীন ভবনের বিভিন্ন অংশ ঘুরে দেখেন এবং নির্মাণ কাজ দ্রুত শেষ করার জন্য সংশ্লিষ্টদের তাগিদ দেন।

বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান ও জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ইউসুফ হোসেন হুমায়ুন, সচিব মোঃ রফিকুল ইসলাম, হিউম্যান রাইটস্ অ্যান্ড লিগ্যাল এইড কমিটির চেয়ারম্যান মোখলেসুর রহমান বাদলসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ, গণপূর্ত অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীগণ ও ভবন নির্মাণ কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদার এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

ইফতেখার/রোকসানা/সাহেলা/রেজুয়ান/রফিকুল/সেলিম/২০২১/২১১৫ ঘণ্টা

**তথ্যবিবরণী** নম্বর : ১৪৮০

**বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে বাঙালি জাতি দেশকে স্বাধীন করে**

**---স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

ঢাকা, ১১ চৈত্র (২৫ মার্চ) :

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেছেন, বঙ্গবন্ধু ছাড়া স্বাধীনতার ঘোষক অন্য কেউ হতে পারে না, হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই স্বাধীনতার ঘোষক হওয়ার জন্য জনগণ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন এবং তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে বাঙালি জাতি দেশকে স্বাধীন করে বিশ্ব মানচিত্রে সার্বভৌম দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

মন্ত্রী আজ রাজধানীর কাকরাইলে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ভবনে নবনির্মিত মুজিব কর্নারের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা জানান।

মন্ত্রী জানান, বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপনে যে সমস্ত বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকার প্রধানরা এসেছেন অথবা যারা ভার্চুয়ালি যোগদান করেছেন তাঁরা সকলেই বাংলাদেশের উন্নয়নের প্রশংসা করছেন। তিনি আরো বলেন, বিদেশিরা যখন এদেশে আসে তখন তাঁরা সবাই অভিভূত হয়ে যায়। এই কারণে যে এতো অল্প সময়ের মধ্যে হতদরিদ্র দেশটি কিভাবে এতো উন্নত হলো। এটা সম্ভব হয়েছে শুধু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শিতা এবং যোগ্য নেতৃত্বের কারণে, বলেন তিনি।

মোঃ তাজুল ইসলাম বলেন, রাজনীতিবিদ, সরকারি কর্মকর্তা, সেনাবাহিনী, পুলিশ, শিক্ষক, ইঞ্জিনিয়ার এবং ডাক্তারসহ সবাইকে নিয়েই দেশের উন্নয়নে কাজ করতে হবে। এটাই বঙ্গবন্ধুর দর্শন। বঙ্গবন্ধুকে, বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও চেতনা এবং দর্শনকে নতুন প্রজন্মের মাঝে বাঁচিয়ে রাখতে হবে বলেও জানান মন্ত্রী।

স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী মোঃ সাইফুর রহমান অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন। এ সময় মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

#

হায়দার/রোকসানা/সাহেলা/মোশারফ/আব্বাস/২০২১/২০৪৪ ঘণ্টা

**তথ্যবিবরণী** নম্বর : ১৪৭৯

**প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রীর সাথে জার্মানির রাষ্ট্রদূতের বৈঠক**

ঢাকা, ১১ চৈত্র (২৫ মার্চ) :

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদের সাথে আজ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে জার্মানির রাষ্ট্রদূত Peter Fahrenholtz-এর একটি  বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৈঠকে তাঁরা আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে দক্ষ কর্মী প্রেরণের লক্ষ্যে জার্মানির কারিগরি সহায়তা, বাংলাদেশি কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা করেন।

এ সময় টাঙ্গাইল-২ আসনের সংসদ সদস্য ছোট মনির, মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো’র মহাপরিচালক মোঃ শামসুল আলম, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক মোঃ হামিদুর রহমান এবং মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ নাজীবুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

#

রাশেদু্জ্জামান/রোকসানা/সাহেলা/রফিকুল/আব্বাস/২০২১/১৮৩৪ ঘণ্টা

**তথ্যবিবরণী** নম্বর : ১৪৭৮

**বিকেএসপি কর্তৃক প্রকাশিত ‘চিরঞ্জীব বঙ্গবন্ধু’ শীর্ষক স্মরণিকার মোড়ক উন্মোচন**

ঢাকা, ১১ চৈত্র (২৫ মার্চ) :

আজ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত ‘চিরঞ্জীব বঙ্গবন্ধু’ স্মরণিকার মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল প্রধান অতিথি হিসেবে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে উপস্থিত থেকে স্মরণিকাটির মোড়ক উন্মোচন করেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন,  বিকেএসপি’র শিক্ষার্থীদেরকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে জানা ও বোঝার জন্য স্মরণিকাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। কারণ স্মরণিকাটিতে বঙ্গবন্ধুর জন্ম, শৈশব, কৈশোর, রাজনৈতিক জীবন, ক্রীড়া প্রেম, কারাজীবন, অসাম্প্রদায়িক চেতনা, পররাষ্ট্রনীতি, ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণসহ জাতি গঠনে উনার নিরলস প্রচেষ্ঠা, নিরন্তর সংগ্রাম এবং অপরিমেয় অবদানের কথা স্থান পেয়েছে। তিনি আশা করেন বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর এ মাহেন্দ্রক্ষণে বিকেএসপির স্মরণিকাটি বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মকে বুঝতে সকলের জন্য সহায়ক হবে।

মোড়ক অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন জাতীয় সংসদের হুইপ শামসুল হক চৌধুরী, যুব ও ক্রীড়া সচিব মোঃ আখতার হোসেন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যু্ব ও ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক মোঃ হারুনুর রশীদ,  মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ ও বিকেএসপি’র মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ রাশীদুল হাসান এবং ক্রীড়া কলেজের অধ্যক্ষ লে. কর্নেল ইকবাল হোসেন।

#

আরিফ/রোকসানা/সাহেলা/রফিকুল/আব্বাস/২০২১/১৮০২ ঘণ্টা

**তথ্যবিবরণী** নম্বর : ১৪৭৭

**খনিজ সম্পদ অন্বেষণে জিএসবি-কে গবেষণা ও অনুসন্ধান কার্যক্রম আরো বাড়াতে হবে**

**---জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১১ চৈত্র (২৫ মার্চ) :

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন, খনিজ সম্পদ অন্বেষণে জিএসবি-কে (বাংলাদেশ ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর) গবেষণা ও অনুসন্ধান কার্যক্রম আরো বাড়াতে হবে। আধুনিক প্রযুক্তিসহ নিজেদের প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন নিজেদেরকেই করতে হবে। আধুনিক ল্যাব ও ট্রেনিং সেন্টার করার উদ্যোগ নিলে সরকার দ্রুত প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবে।

বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় জিএসবি অফিস ক্যাম্পাসে ‘স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী (মুজিববর্ষ) উদ্‌যাপন’ উপলক্ষে জিএসবি’র বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং মরহুম মুক্তিযোদ্ধার পরিবারকে মরণোত্তর সংবর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণ ও শ্রদ্ধা জানানোর এ উদ্যোগ প্রশংসনীয়। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা দেশের প্রতিটি কার্যক্রমে ফুটিয়ে তুলতে হবে। সম্মিলিতভাবে জিএসবিকে শক্তিশালী করে আরো খনিজ সম্পদ আবিষ্কারের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে অবদান রাখতে হবে।

এ সময় অন্যান্যের মাঝে বাংলাদেশ ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর-এর মহাপরিচালক ড. শের আলী বক্তব্য রাখেন।

#

আসলাম/রোকসানা/সাহেলা/মোশারফ/আব্বাস/২০২১/১৮১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                           নম্বর : ১৪৭৬

**কোভিড**-**১৯** (**করোনা ভাইরাস**) **সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১১ চৈত্র (২৫ মার্চ) :

 ‌        স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ২৭ হাজার ৪৫ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ৩ হাজার ৫৮৭ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৫ লাখ ৮৪ হাজার ৩৯৫ জন।

          গত ২৪ ঘণ্টায় ৩৪ জন-সহ এ পর্যন্ত ৮ হাজার ৭৯৭ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

          করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৫ লাখ ২৯ হাজার ৮৯৪ জন।

#

হাবিবুর/রোকসানা/সাহেলা/মোশারফ/আব্বাস/২০২১/১৭৪৫ ঘণ্টা

**তথ্যবিবরণী** নম্বর : ১৪৭৫

**জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও**

**স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর দশম দিনের প্রতিপাদ্য**

**‘স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর ও অগ্রগতির সুবর্ণরেখা’**

ঢাকা, ১১ চৈত্র (২৫ মার্চ) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষে ‘মুজিব চিরন্তন’ শীর্ষক মূল প্রতিপাদ্যের দশ দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার দশম দিনের (২৬শে মার্চ ২০২১) অনুষ্ঠানের প্রতিপাদ্য ‘স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর ও অগ্রগতির সুবর্ণরেখা’।

জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে আয়োজিত উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে আয়োজিত উক্ত অনুষ্ঠান টেলিভিশন ও বেতার চ্যানেল, অনলাইন মিডিয়া এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় সরাসরি সম্প্রচার করা হবে। অনুষ্ঠানসূচি অনুযায়ী প্রথম পর্বে বিকাল ৪টা ৩০ মিনিট থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত আলোচনা অনুষ্ঠান, সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৬টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত ৩০ মিনিটের বিরতি এবং দ্বিতীয় পর্বে সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিট থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত রয়েছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

আলোচনা পর্বে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করবেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী। শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করবেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক। আলোচনা পর্বে সম্মানিত অতিথি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং প্রধান অতিথি রাষ্ট্রপতি বক্তব্য প্রদান করবেন। এরপর সম্মানিত অতিথিবৃন্দকে ‘মুজিব চিরন্তন’ শ্রদ্ধাস্মারক প্রদান করা হবে। অনুষ্ঠানের সভাপতি প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার বক্তব্য প্রদানের পর স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর লোগো উন্মোচন করবেন।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পর্বে বন্ধু রাষ্ট্র ভারতের প্রখ্যাত শাস্ত্রীয় সংগীতজ্ঞ পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তীর পরিবেশনায় বঙ্গবন্ধুকে উৎসর্গ করে নবনির্মিত রাগ ‘মৈত্রি (Moitree)’ পরিবেশনা, ‘পিতা দিয়েছে স্বাধীন স্বদেশ, কন্যা দিয়েছে আলো’ শীর্ষক থিমেটিক কোরিওগ্রাফি, ‘বিন্দু থেকে সিন্ধু’ শীর্ষক তিনটি কালজয়ী গান, ঢাক-ঢোলের সমবেত বাদ্য ও কোরিওগ্রাফি সহযোগে ‘বাংলাদেশের গর্জন : আজ শুনুক পুরো বিশ্ব’ এবং সবশেষে ফায়ার ওয়ার্কস ও লেজার শো’র মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হবে।

#

নাসরীন/রোকসানা/সাহেলা/রফিকুল/আব্বাস/২০২১/১৭৪১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৪৭৪

**২৬ ও ২৭ মার্চ ঢাকার কয়েকটি সড়কে যান চলাচল নিয়ন্ত্রিত থাকবে**

ঢাকা, ১১ চৈত্র (২৫ মার্চ ):

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আগত বিদেশি ভিভিআইপিদের গমনাগমণের জন্য আগামীকাল ও পরশু ঢাকা মহানগরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান সড়কসমূহে যান চলাচল নিয়ন্ত্রিত এবং কিছু কিছু সময়ের জন্য বন্ধ থাকবে।

এ সাময়িক অসুবিধার জন্য ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে।

#

পরীক্ষিৎ/শাম্মী/জসীম/বিপু/শামীম/২০২১/১৫০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৪৭৩

**কোভিড-১৯ মোকাবিলার যুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন**

**-রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা**

নিউইয়র্ক, ২৫ মার্চ :

কোভিড-১৯ অতিমারি সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতাগুলো কাটিয়ে ওঠা, বিশেষ করে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন সমুন্নত রাখা এবং অন্তর্ভূক্তিমূলক ও সঙ্কট মোকাবিলা করে ঘুরে দাঁড়াতে সক্ষম এমন কোভিড-পূনরুদ্ধার পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন সমগ্র-সমাজ দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন, শক্তিশালী ও দূরদর্শী নেতৃত্ব। এক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অতিমারি মোকাবিলার এই যুদ্ধে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন -আজ কমিশন অভ দ্য স্টাটাস অভ উইমেন এর ৬৫তম অধিবেশন উপলক্ষ্যে ভার্চুয়ালি আয়োজিত ‘নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন: কোভিড-১৯-এ সাড়াদান ও সঙ্কট উত্তরণের উত্তম অনুশীলন’ শীর্ষক সাইড ইভেন্টে প্রদত্ত বক্তৃতায় একথা বলেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা।

জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশ, রুয়ান্ডা ও এলসালভেদর মিশন এবং ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড সেন্টার যৌথভাবে ইভেন্টটির আয়োজন করে। তিনটি আঞ্চলিক গ্রুপ থেকে নারী উদ্যোক্তাগণ অনুষ্ঠানটিতে অংশগ্রহণ করেন। তাঁরা কীভাবে কোভিড-১৯ অতিমারি মোকাবিলা করে ঘুরে দাঁড়িয়েছে সে অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ছাড়াও এলসালভেদরের স্থায়ী প্রতিনিধি এগ্রিসেল্ডা লোপেজ এবং রুয়ান্ডার স্থায়ী প্রতিনিধি ভ্যালেন্টাইন রুগওয়াবিজা ইভেন্টটিতে বক্তব্য রাখেন। তাঁরা নারীদের জন্য স্ব স্ব দেশের সরকার গৃহীত কোভিড-পুনরুদ্ধার ও প্রণোদনা পদক্ষেপসমূহ তুলে ধরেন। ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড সেন্টার এর নিউইয়র্ক প্রতিনিধি প্যানেল আলোচনা পর্বটি সঞ্চালনা করেন।

বিশ্বব্যাপী নারীদের ওপর কোভিড অতিমারির তীব্র অর্থনৈতিক প্রভাবের কথা উল্লেখ করে রাষ্ট্রদূত ফাতিমা বলেন, কোভিড অতিমারির সাড়াদান ও পুনরুদ্ধার প্রচেষ্টাসমূহে অবশ্যই নাজুক পরিস্থিতিতে পতিত নারীদেরকে বিবেচনায় নিতে হবে। সমাজকে কোভিড পূর্ব অবস্থার থেকেও ভালো অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে নারীরা যাতে সমান ও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে তা এসকল প্রচেষ্টায় থাকতে হবে মর্মেও জোর দেন রাষ্ট্রদূত ফাতিমা।

বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি বলেন, অনানুষ্ঠানিক খাত ও বিভিন্ন সেবাখাতে নিয়োজিত নারীকর্মী এবং তৈরি পোশাক শিল্প ও বিদেশ থেকে প্রত্যাবাসিত অভিবাসী নারীকর্মীসহ সকল নারীদের উপর কোভিড-১৯ এর ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার প্রভাব বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশ সরকার প্রণোদনা প্যাকেজ ও সুনির্দিষ্ট সহায়তা ব্যবস্থা ঘোষণা করেছে।

তিনি আরো বলেন, নারীদের আয় ও চাকুরি হারানোর ক্ষতি পুষিয়ে দিতে বাংলাদেশ সরকার সকল জেলায় নারী উদ্যোক্তাদের জন্য সুদ ও জামানতবিহীন ঋণ, পূন:দক্ষতায়ন প্রশিক্ষণসহ দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি, বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ এবং ডিজিটাল অর্থনীতিতে নারীদের প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। এক্ষেত্রে দেশের বেসরকারি খাত, সিভিল সোসাইটি, গণমাধ্যমের ইতিবাচক ভূমিকা ও অবদানের কথা তুলে ধরেন রাষ্ট্রদূত ফাতিমা।

তিনটি আঞ্চলিক গ্রুপের বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন পর্যায়ের বিপুল সংখ্যক নারী উদ্যোক্তা ও প্রতিনিধি অনুষ্ঠানটিতে অংশগ্রহণ করেন।

#

পরীক্ষিৎ/জসীম/শামীম/২০২১/১৫৫০ ঘণ্টা



Handout Number: 1472

**Indian Prime Minister arrives tomorrow on a two-day state visit**

Dhaka, 25 March:

Indian Prime Minister Narendra Modi arrives Bangladesh tomorrow on a two-day state visit to attend the celebration programme of the birth centenary of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and the golden jubilee of Bangladesh's independence. Modi's visit is of special significance on the occasion of the golden jubilee of independence and the birth centenary of Bangabandhu as well as the 50th anniversary of Bangladesh-India friendship.

Upon arrival at Hazrat Shahjalal International Airport in Dhaka on tomorrow morning, Narendra Modi will be receieved by Prime Minister Sheikh Hasina. A red carpet will be rolled out at the airport to welcome him.

After the formalities at the airport, he is sheduled to go straight to the National Martyrs' Memorial in Savar to pay tribute to the heroic martyrs of the Lliberation war of Bangladesh by placing a wreath. Shortly afterwards, he will visit the Bangabandhu Memorial Museum at Dhanmondi 32 to pay homage to Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. In the afternoon Foreign Minister AK Abdul Momen will call on him at Hotel Sonargaon.

Later Indian Premier will join the celebration program marking birth centenary of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and the Golden Jubilee of Bangladesh Independence Day as Guest of Honor at the National Parade Square. President Md. Abdul Hamid will be present as the chief guest while Prime Minister Sheikh Hasina will preside over.

In the evening, the Modi is scheduled to inaugurate the 'Bangabandhu-Bapu Museum' jointly with Prime Minister Sheikh Hasina at the Bangabandhu International Conference Center. He will attend a state banquet arranged in his honor by his Bangladeshi counterpart Sheikh Hasina.

In the morning, of the second day of the visit, Narendra Modi will visit the Mausoleum of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman at Tungipara in Gopalganj to pay homage to Bangabandhu. He is scheduled to visit the Orakandi temple in Kashiani upazila of Gopalganj and the Jessoreswari Devi Temple at Ishwaripur in Shyamnagar of Satkhira district.

In the afternoon, he will hold a bilateral meeting with Prime Minister Sheikh Hasina at the Prime Minister's Office. At the same time, in the presence of the Prime Ministers of the two countries, various MoUs are to be inked and numbers of projects are to be inaugurated virtually. Later, the Indian Premier will meet President Md. Abdul Hamid at Bangabhaban.

Narendra Modi will leave Dhaka for New Delhi on the evening of March 27.

#

Parikshit/Shammi/Shamim/2021/1556 hours

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৪৭১

**মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে আগামীকাল দেশের সকল মসজিদে**

**বিশেষ দোয়া ও মোনাজাতের আহবান**

ঢাকা, ১১ চৈত্র (২৫ মার্চ ):

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যেআগামীকাল বাদ জুমা দেশের সকল মসজিদে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাতের আহবান জানিয়েছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন।

আজ এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে ইসলামিক ফাউন্ডেশন এ আহ্বান জানায়।

বিজ্ঞপ্তিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে আত্মদানকারী সকল শহিদের রূহের মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাতের ব্যবস্থা করার জন্য দেশের সকল মসজিদের খতিব, ইমাম ও মসজিদ কমিটিসহ সকলকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হয়।

এছাড়া ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আগামীকাল সকাল ১০ টায় বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হবে।

#

শায়লা/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/জসীম/বিপু/শামীম/২০২১/১৪৫১ ঘণ্টা



তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৪৭০

**দু’দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শুক্রবার ঢাকা আসছেন**

ঢাকা, ১১ চৈত্র (২৫ মার্চ ):

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন অনুষ্ঠানে অংশ নিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দুই দিনের সফরে আগামীকাল সকালে ঢাকা আসছেন। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর পাশাপাশি বাংলাদেশ-ভারত বন্ধুত্বের ৫০ বছর পূর্তিতে মোদীর এ সফর বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে।

২৬ মার্চ সকালে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁকে স্বাগত জানাবেন। বিমানবন্দরে তাঁকে লাল গালিচা সংবর্ধনা প্রদান করা হবে।

পরে তিনি সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাবেন। এর পরে তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে যাবেন। এদিন বিকালে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন তাঁর সাথে হোটেল সোনারগাঁওয়ে সাক্ষাৎ করবেন।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ২৬ মার্চ বিকালে জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন অনুষ্ঠানমালার দশম দিনের অনুষ্ঠানে গেস্ট অভ্ অনার হিসেবে যোগ দেবেন। রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এতে সভাপতিত্ব করবেন।

সন্ধ্যায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে যৌথভাবে উদ্বোধন করবেন 'বঙ্গবন্ধু-বাপু যাদুঘর'। সেখানেই তাঁর সম্মানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আয়োজিত রাষ্ট্রীয় ভোজ সভায় তিনি যোগ দিবেন।

সফরের দ্বিতীয় দিন ২৭ মার্চ সকালে নরেন্দ্র মোদী গোপালগঞ্জের টুংগীপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিসৌধ পরিদর্শন এবং পুষ্পস্তবক অর্পন করে বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন। তিনি সাতক্ষীরার শ্যামনগরের ঈশ্বরিপুরে অবস্থিত যশোরেশ্বরী দেবি মন্দির পরিদর্শন এবং গোপালগঞ্জের কাশিয়ানি উপজেলায় ওরাকান্দি মন্দির পরিদর্শন করবেন।

এদিন বিকালে তিনি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে অংশগ্রহণ করবেন। এসময় দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে বিভিন্ন সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের পাশাপাশি ভার্চুয়ালি বিভিন্ন প্রকল্প উদ্বোধনের কথা রয়েছে। পরে বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদের সাথে সাক্ষাৎ করবেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী।

নরেন্দ্র মোদি ২৭ মার্চ সন্ধ্যায় নয়াদিল্লীর উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করবেন।

#

পরীক্ষিৎ/শাম্মী/জসীম/শামীম/২০২১/১৫০৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৪৬৯

**জ্ঞান অর্জনে বই পড়ার বিকল্প নাই**

**- পরিবেশমন্ত্রী**

ঢাকা, ১১ চৈত্র (২৫ মার্চ ):

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিন বলেছেন, বই মানুষের জ্ঞানের দরজা খুলে দেয়। নিজেদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি জানতে বই পড়ার বিকল্প নেই। নিজে বই পড়তে হবে, অন্যদেরও বই পড়ায় উদ্বুদ্ধ করতে হবে। জ্ঞান অর্জনে বই পড়ার কোনো বিকল্প নাই।

আজ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে মৌলভীবাজারের বড়লেখা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বড়লেখা নজরুল একাডেমি আয়োজিত তিন দিনব্যাপী বইমেলা ঢাকার সরকারি বাসভবন হতে ভার্চুয়ালি উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিবেশমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

বর্তমান প্রজন্ম সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আসক্ত হয়ে বই পড়া ভুলতে বসেছে উল্লেখ করে পরিবেশমন্ত্রী বলেন, ফেসবুক বইয়ের বিকল্প নয়। জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে নিজেকে যুগোপযোগী করে গড়ে তুলতে অবশ্যই বই পড়তে হবে। বর্তমান প্রজন্মকে আবারো বই পড়ার দিকে ফিরিয়ে আনতে বই মেলায় নিয়ে আসার জন্য শিক্ষক ও অভিভাবকদের প্রতি আহবান জানান তিনি। নজরুল একাডেমির একজন উপদেষ্টা হিসেবে আর্থিক সহায়তার আশ্বাস দিয়ে মন্ত্রী বলেন, এধরনের কাজে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

পরিবেশমন্ত্রীর পক্ষে সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. সিরাজউদ্দিন ফিতা কেটে বই মেলার উদ্বোধন করেন। স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

#

দীপংকর/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/জসীম/শামীম/২০২১/১২৩০ঘণ্টা

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৪৬৮

**র‌্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়নের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১১ চৈত্র (২৫ মার্চ) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ২৬ মার্চ, র‌্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়নের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“র‌্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন এর ১৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আমি এ বাহিনীর সকল সদ্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

প্রতিষ্ঠাকাল হতে র‌্যাব ফোর্সেস দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্রমাগত উন্নয়ন ও টেকসই জননিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা সুনিশ্চিত করতে সততা, নিষ্ঠা, দেশপ্রেম, পেশাদারিত্ব ও দায়িত্ববোধের সমন্বয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দুর্নীতি, অরাজকতা ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ সরকারের দৃপ্ত ও দৃঢ় অঙ্গীকারের সফল ও সার্থক বাস্তবায়নকল্পে দুর্নীতিবাজ ও ত্রাস সৃষ্টিকারীদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বিধান করে চলেছে এ বাহিনী। সুন্দরবন এবং তৎসংলগ্ন জনপদসমূহকে সন্ত্রাস ও দস্যুমুক্ত করে স্থানীয় মানুষের ও বিরল জীববৈচিত্র্যের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার পাশাপাশি আত্মসমর্পনকারী দস্যুদের স্বাভাবিক জীবনধারায় প্রত্যাবর্তনের পথ সুগম করার ক্ষেত্রে র‌্যাব ফোর্সেস স্থাপন করছে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত।

দুর্নীতি, জঙ্গিবাদ, ধর্মীয় মৌলবাদের মুলোৎপাটন, অবৈধ মাদক, মারণাস্ত্রের ব্যবহার ও বাণিজ্য নির্মূলকরণ, নারী ও শিশুদের প্রতি সহিংসতা দমন, জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় ভেজাল খাদ্যদ্রব্য এবং মানহীন, নকল ও অবৈধ ঔষধের অপবাণিজ্য প্রতিহতকরণ, প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়া রোধকরণসহ বিভিন্ন সমসাময়িক আর্থসামাজিক অপরাধের বিরুদ্ধে অবিরাম অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে অপরাধ দমনে র‌্যাব ফোর্সেস কার্যকর ভূমিকা পালন করছে।

অপরাধমুক্ত প্রগতিশীল আধুনিক বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে র‌্যাব ফোর্সেস তার কর্মপ্রচেষ্টাকে প্রতিনিয়ত শাণিত করছে। আর তাই র‌্যাব ফোর্সেস এর আধুনিকায়ন, সম্প্রসারণ ও গুনগত উৎকর্ষতা সাধনে আমাদের সরকার গ্রহণ করেছে বহুমাত্রিক কর্মপরিকল্পনা।

মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজীবন লালিত স্বপ্ন অসাম্প্রদায়িক, উন্নত ও স্বনির্ভর বাংলাদেশ বিনির্মাণে র‌্যাব ফোর্সেস তার আগামীর অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখবে- এটাই আমার প্রত্যাশা।

আমি র‌্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন –এর উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/জসীম/সুবর্ণা/শামীম/২০২১/১৩৫৯ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৪৬৭

স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন

**গাবতলী থেকে জাতীয় স্মৃতিসৌধ পর্যন্ত সড়কে ত্রিমাত্রিক বা বক্স আকারে তোরণ তৈরি করা যাবে না**

ঢাকা, ১১ চৈত্র (২৫ মার্চ) :

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২১ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ঢাকার গাবতলী থেকে জাতীয় স্মৃতিসৌধ পর্যন্ত সড়কে কোন ধরনের তোরণ, ব্যানার, ফেস্টুন এবং পোস্টার লাগানো সীমিত রাখার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

উক্ত সড়কে কোনভাবেই ত্রিমাত্রিক অথবা বক্স আকারে তোরণ তৈরি করা যাবে না।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্প্রতি এ সিদ্ধান্তের কথা জানায়।

এক্ষেত্রে সীমিত পর্যায়ে পোস্টার, ব্যানার ও ফেস্টুন নিরাপদ দূরত্বে স্থাপন করা যেতে পারে বলে মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়।

#

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৪৬৬

স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

**জাতীয় স্মৃতিসৌধের ফুলের বাগানের ক্ষতিসাধন না করার আহ্বান**

ঢাকা, ১১ চৈত্র (২৫ মার্চ) :

আগামী ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২১ উদযাপন উপলক্ষ্যে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণকালে স্মৃতিসৌধের ফুলের বাগানের কোনোরূপ ক্ষতিসাধন না করার জন্য সর্বসাধারণের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

#

মারুফ/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/জসীম/সুবর্ণা/শামীম/২০২১/১২০৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৪৬৫

**স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতীয় দিবসে জাতীয় পতাকা উত্তোলনে বিধি মেনে চলার আহ্বান**

ঢাকা, ১১ চৈত্র (২৫ মার্চ) :

আগামীকাল ২৬ মার্চ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতীয় দিবসউদ্‌যাপন কর্মসূচির অংশ হিসেবে সকল সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি ভবনে এবং বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের কূটনৈতিক মিশন এবং কনস্যুলার অফিসে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে।

বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪(১) অনুযায়ী ‘প্রজাতন্ত্রের জাতীয় পতাকা সবুজ ক্ষেত্রের ওপর স্থাপিত রক্তবর্ণের একটি ভরাট বৃত্ত’। পতাকা বিধিতে বলা হয়েছে, পতাকার রং হবে গাঢ় সবুজ এবং সবুজের ভিতরে একটি লাল বৃত্ত থাকবে। জাতীয় পতাকার মাপ হবে 10©x6© দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের আয়তাকার ক্ষেত্রের গাঢ় সবুজ রঙের মাঝে লাল বৃত্ত। বৃত্তটি দৈর্ঘ্যের এক-পঞ্চমাংশ ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট হবে। ভবনের আয়তন অনুযায়ী পতাকা ব্যবহারের তিন ধরনের মাপ হচ্ছে 10©x6© , 5©x3© এবং 2.5 ©x 1.5 ©।

মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত এ পতাকার সঠিক মর্যাদা রক্ষায় বাংলাদেশের পতাকা বিধিমালা, ১৯৭২ (সংশোধিত ২০১০)’ এ বর্ণিত পদ্ধতি যথাযথভাবে অনুসরণ করে সঠিক মাপের মানসম্মত পতাকা উত্তোলনের জন্য সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসহ সর্বসাধারণকে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হতে অনুরোধ করা হয়েছে।

#

মারুফ/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/জসীম/সুবর্ণা/শামীম/২০২১/১২০৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৪৬৪

**মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের জাতীয় কর্মসূচি**

ঢাকা, ১১ চৈত্র (২৫ মার্চ) :

আগামীকাল ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতীয় দিবস। দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

এদিন ঢাকাসহ সারাদেশে প্রত্যুষে ৫০ বার তোপধ্বনির মাধ্যমে দিবসটির সূচনা হবে। সূর্যোদয়ের সাথে সাথে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে মহান মুক্তিযুদ্ধে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হবে।

আগামীকাল সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি ভবনে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে জাতীয় পতাকা এবং ঢাকা শহরে সহজে দৃশ্যমান ভবনসমূহে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে এবং গুরুত্বপূর্ণ ভবন ও স্থাপনাসমূহ আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হবে।

ঢাকা ও দেশের বিভিন্ন শহরের প্রধান সড়ক ও সড়কদ্বীপসমূহ জাতীয় পতাকা ও অন্যান্য পতাকায় সজ্জিত করা হবে। ঢাকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বিভিন্ন বাহিনীর বাদকদল স্বাস্থ্যবিধি মেনে বাদ্য বাজাবেন।

দিবসটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী বাণী প্রদান করবেন। দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে এদিন সংবাদপত্রসমূহ বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করবে। এ উপলক্ষ্যে ইলেকট্রনিক মিডিয়াসমূহ মাসব্যাপী মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালা প্রচার করছে।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, বাংলা একাডেমি, জাতীয় জাদুঘর, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, বাংলাদেশ শিশু একাডেমিসহ বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন ও ফেডারেশন  মাস্ক পরিধানসহ অন্যান্য  স্বাস্থ্যবিধি  মেনে সীমিত আকারে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক আলোচনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন করবে। অনলাইন, ই-মেইল, ডাকযোগে, ভার্চ্যুয়াল মাধ্যমে রচনা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা এবং শিশুদের চিত্রাঙ্কন ও সাংস্কৃতিক  অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে।

সিনেমা হলসমূহে মাস্ক পরিধানসহ অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রামাণ্যচিত্র এবং চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে।

এছাড়া মহানগর, জেলা ও উপজেলায় বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং শহিদ পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্যবিধি মেনে সীমিত আকারে সংবর্ধনা প্রদান করা হবে। একইভাবে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে দেশের শান্তি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি কামনা করে বিশেষ দোয়া ও উপাসনার আয়োজন করা হবে। বাংলাদেশ ডাক বিভাগ স্মারক ডাক টিকিট প্রকাশ করবে।

দেশের সকল হাসপাতাল, জেলখানা, শিশু পরিবার, বৃদ্ধাশ্রম, ভবঘুরে প্রতিষ্ঠান ও শিশুদিবা যত্ন কেন্দ্রসমূহে উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হবে।

মাস্ক পরিধানসহ অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে দেশের সকল শিশুপার্ক ও জাদুঘরসমূহ বিনা টিকিটে উন্মুক্ত রাখা হবে। একইভাবে চট্টগ্রাম, খুলনা, মংলা ও পায়রা বন্দর এবং ঢাকার সদরঘাট, নারায়ণগঞ্জের পাগলা, বরিশাল ও চাঁদপুর বিআইডব্লিউটিএ ঘাটে বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও কোস্টগার্ডের জাহাজসমূহ আগামীকাল দুপুর ২টা হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত জনসাধারণের পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত রাখা হবে।

জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে এবং বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসেও দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে মাস্ক পরিধানসহ অন্যান্য  স্বাস্থ্যবিধি  মেনে অনুরূপ কর্মসূচি পালন করবে।

#

মারুফ/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/জসীম/সুবর্ণা/শামীম/২০২১/১২১৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৪৬৩

২৫ মার্চ রাতে সারাদেশে ১ মিনিট ব্ল্যাকআউট

**রাতে আলোকসজ্জা করা যাবেনা**

ঢাকা, ১১ চৈত্র (২৫ মার্চ) :

২৫ মার্চ গণহত্যা দিবসে রাত ৯টা থেকে ৯টা ১ মিনিট পর্যন্ত  সারাদেশে  প্রতীকী  ‘ব্ল্যাক আউট’ পালন করা হবে। তবে কেপিআই এবং জরুরি স্থাপনাসমূহ এ কর্মসূচির আওতামুক্ত থাকবে।

২৫ মার্চ রাতে সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত এবং বেসরকারি ভবন ও স্থাপনাসমূহে কোনো আলোকসজ্জা করা যাবেনা। তবে ২৬ মার্চ সন্ধ্যা থেকে আলোকসজ্জা করা যাবে।

২৫ মার্চ গণহত্যা দিবসের জাতীয় কর্মসূচি বাস্তবায়নে সরকার এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান তথা সর্বসাধারণকে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হতে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

#

মারুফ/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/জসীম/সুবর্ণা/শামীম/২০২১/১১৩২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ১৪৬২

**জাতীয় স্মৃতিসৌধে সর্বসাধারণের প্রবেশের সময় নির্ধারণ**

ঢাকা, ১১ চৈত্র (২৫ মার্চ) :

আগামী ২৬ মার্চ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে শুধুমাত্র সকাল ৭টা হতে ৯টা এবং দুপুর ১টা হতে বিকাল ৫টা পর্যন্ত সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে এ তথ্য জানানো হয়।

#

দেবাশীষ/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/জসীম/সুবর্ণা/শামীম/২০২১/১১৩৬ ঘণ্টা

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৪৬১

**র‌্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়নের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১১ চৈত্র (২৫ মার্চ) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ২৬ মার্চ, র‌্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়নের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“র‌্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‌্যাব) এর ১৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আমি এ বাহিনীর সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

র‌্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন জন্মলগ্ন থেকে পেশাদারিত্ব, দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন, জনমানুষের নিরাপত্তা বিধান ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে আসছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় জনগণের আস্থা ও নির্ভরতার প্রতীক হিসেবে এ বাহিনী ইতোমধ্যে জনমনে সুদৃঢ় অবস্থান তৈরিতে সক্ষম হয়েছে। আমি বিভিন্ন সময়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় আত্মোৎসর্গকারী র‌্যাব সদস্যদের গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

সারাবিশ্বে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের এক অপার বিস্ময়। পরিবর্তনশীল বিশ্ব প্রেক্ষাপটের সাথে তাল মিলিয়ে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সরকার রূপকল্প ২০২১, ২০৪১ সহ নানামুখী দূরদর্শী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এ সকল উন্নয়ন পরিকল্পনার সুফল সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার অন্যতম পূর্বশর্ত হলো কার্যকর আইন-শৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তা নিশ্চিত করা। দেশব্যাপী মাদকের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা, সন্ত্রাসী ও গুরুতর অপরাধীদের গ্রেফতার, জঙ্গী ও চরমপন্থীদের মূলোৎপাটন, অবৈধ অস্ত্র ও বিস্ফোরক উদ্ধার, দুর্নীতিবিরোধী অভিযানসহ সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয় প্রতিরোধে গৃহীত নানা পদক্ষেপের মাধ্যমে র‌্যাব ইতোমধ্যে অভাবনীয় সাফল্য ও সুনাম অর্জন করেছে। সুন্দরবনে জলদস্যু বিরোধী অভিযান এবং আত্মসমর্পণকারী জলদস্যুদের পুনর্বাসনের মাধ্যমে র‌্যাব উপকূলীয় এলাকায় জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও মানুষের জীবন-জীবিকার ‍নিরাপত্তা বিধানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

বর্তমান সময়ে অপরাধীরা অপরাধ সংগঠনের ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির আশ্রয় নিচ্ছে। র‌্যাবকে ভার্চুয়াল মাধ্যমে সংগঠিত এসব অপরাধ মোকাবেলায় পারদর্শিতা অর্জন করতে হবে। র‌্যাব এর সকল সদস্য দেশের সংবিধান এবং প্রচলিত আইন ও বিধি মোতাবেক মৌলিক অধিকার ও গণতন্ত্রকে সমুন্নত রেখে সততা, নিষ্ঠা, কর্মদক্ষতা ও পেশাদারিত্বের সাথে জনগণকে সেবা প্রদান করবে- এটাই সকলের প্রত্যাশা।

আমি র‌্যাব এর ‍উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/পরীক্ষিৎ/জসীম/সুবর্ণা/শামীম/২০২১/১৪৪৮ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**Not to publish before 5 PM**

Handout Number : 1460

**Prime Minister’s Message on the occasion of the great Independence and National Day**

Dhaka, 25 March :

Prime Minister Sheikh Hasina has given the following Message on the occasion of the great Independence and National Day :

"Today is the 26th March- our great Independence Day. Bangladesh completes 50 years today since its independence. I extend my heartiest greetings to the countrymen and expatriate Bangladeshis on the occasion of the golden jubilee of great independence.

The 26 March is the day of establishing self-identity of our nation. It's the day of breaking the shackles of subjugation. On this Independence Day, I recall with deep gratitude the Greatest Bangalee of all times, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, under whose undisputed leadership we have earned our independence. I pay my tributes to four national leaders, three million martyrs and two hundred thousand dishonoured women of the War of Liberation. My homage goes to all the valiant freedom fighters, including the wounded ones. I extend my sympathies to those who had lost their near and dear ones, and were subjected to brutal torture during the Liberation War. I recall with gratitude our foreign friends who had extended their support during our liberation war.

On the occasion of the golden jubilee of independence, colorful programs have been chalked out from 26 March 2021 to 16 December 2021 and the period from 17 March 2020 to 16 December 2021 is being celebrated as 'Mujib Year' marking the birth centenary of the Father of the Nation. In the wake of corona virus pandemic, the Golden Jubilee of Independence and the 'Mujib Year' are being celebrated avoiding public gathering following the protocols of hygiene.

The Bangalee nation had fought against oppression and deprivation of Pakistani rulers' for long 23 years under the leadership of Bangabandhu Sheikh Mujib. They were compelled to hold general elections in 1970. Bangladesh Awami League led by Bangabandhu won absolute majority in the elections. But the Pakistani rulers adopted repressive measures instead of handing over power to the majority party representatives. Calling for independence at the then Racecourse Ground on 7 March 1971 Bangabandhu declared, 'The struggle this time is the struggle for our emancipation; the struggle this time is the struggle for independence, Joi Bangla.' He instructed the Bangalee Nation to resist the enemies.

The Pakistani occupation forces unleashed a sudden attack and started massacring innocent and unarmed Bangalees on the fateful night of 25 March 1971. They killed thousands of people in different places, including Dhaka. Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman formally proclaimed the Independence of Bangladesh at the first hour of 26 March 1971. Bangabandhu's proclamation was spread all over the country through telegrams, tele-printers and EPR wireless. The international media also had circulated Bangabandhu's proclamation of Independence. The first Government of Bangladesh took oath on 17 April 1971 in Mujibnagar with Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman as President, Syed Nazrul Islam as Vice President, Tajuddin Ahmed as Prime Minister, Capt. M Mansur Ali and AHM Kamaruzzaman as ministers. The resistance war against the occupying forces began. After a 9-month of blood-shedding liberation war, the final victory was achieved on 16 December.

In the 50 years since independence what we have achieved has been achieved by Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and the Awami League. In just three and a half years of his government, he rebuilt the war-ravaged country. Destroyed roads, bridges, culverts, railways, ports were rebuilt to revive the economy. In 1975, the GDP growth rate exceeded 7%. Bangladesh gained recognition from 116 countries and got the memberships of 27 international organizations.

Our constitution was made on the basis of the spirit of the liberation war under his direction within just 10 months. In just three and a half years, he took war-torn Bangladesh to the list of least developed country. While Bangabandhu Sheikh Mujib was advancing to build an exploitation-deprivation-free non-communal democratic 'Sonar Bangla' overcoming all obstacles, the anti-liberation forces brutally killed him along with most of his family members on 15 August 1975*.*

-2-

After the assassination of Bangabandhu Sheikh Mujib, the development and progress of Bangladesh came to a halt. The politics of killing, coup and conspiracy started in our beloved motherland. The assassins and their accomplices promulgated the 'Indemnity Ordinance' to block the trial of this heinous murder in the history.

Getting the public mandate in 1996, Bangladesh Awami League formed the government after long 21 years. After assuming the office, we took the initiatives to establish Bangladesh as a self-respectful in the comity of nations. Through the introduction of social safety-net programs, poor and marginalized people are brought under government allowances. We made the country self-sufficient in food production with special emphasis on agricultural production. The Ganges Water Sharing Treaty was signed with India in 1996. We signed the historic Peace Accord in 1997 with the aim of establishing peace in the Chittagong Hill Tracts. By repealing the 'Indemnity Ordinance', we started the trial of Bangabandhu's assassination.

Forming government in 2009 in consecutive three-terms, Bangladesh Awami League has relentlessly been working to improve the fate of the people inspired by the spirit of the great liberation war. We are implementing the unfinished works of the Father of the Nation. Today, Bangladesh is self-reliant in food production. The poverty rate has come down from 42.5% to 20.5% in the last 12 years. Our sovereign rights over a vast area in the Bay of Bengal have been established through the peaceful settlement of maritime disputes with Myanmar and India. The implementation of the Bangladesh-India Land Boundary Agreement has put an end to the protracted inhuman life of the enclave people. The nation has become free from stigma by executing the verdict of Bangabandhu murder case. The trial of war criminals continues and the verdict is being executed.

We have formulated the Second Perspective Plan for 2021-2041 and adopted the 8th Five Year Plan. We have started the implementation of 100-year 'Delta Plan 2100' for the first time in the world. Today, the benefits of 'Digital Bangladesh' have been expanded from urban to remote village level.

On the occasion of 'Mujib Year', some 8 hundred 92 thousand homeless people are being provided houses. 70 thousand houses have already been handed over. Another 50 thousand houses are under construction. A total of 9 lakh 98 thousand 346 families have been provided accommodation since 1996. The civic facilities of the city are being delivered to every village. 99% people are taken under electricity coverage. To keep the economy going offsetting the impacts of Coronavirus, we have so far announced 23 stimulus packages worth Tk 1.24 lakh crore, which is 4.44% of our GDP.

The independence earned through supreme sacrifices of millions of people is the greatest achievement of Bangalee Nation. To ensure that the achievement remains meaningful, all have to know the true history of our great Liberation War and respect the spirit of independence. The spirit of the Liberation War has to be propagated from generation to generations.

The persistent efforts of the last 12 years of the Bangladesh Awami League government have brought the final recommendations for Bangladesh to become a dignified developing country on the eve of the Golden Jubilee of Independence. This is a huge achievement for us.

Under the leadership of Bangabandhu Sheikh Mujib, the brave Bangalees liberated the country through the war of liberation within just nine months. I firmly believe that if this trend of development continues, Bangladesh will soon be established as a developed-prosperous country in the world, InshaAllah.

Let us take oath on this auspicious occasion of the golden jubilee of independence- imbued with the spirit of the Great War of Liberation, we all together will build hunger-poverty-illiteracy-free Golden Bangladesh as dreamt by Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

Joi Bangla, Joi Bangabandhu

May Bangladesh Live Forever."

#

Emrul/Parikshit/Shammi/Shamim/2021/1346 hours

Not to publish before 5 PM

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

**তথ্যবিবরণী** নম্বর : ১৪৫৯

**মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১১ চৈত্র (২৫ মার্চ) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ২৬ মার্চ, মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“আজ ২৬ মার্চ। আমাদের মহান স্বাধীনতা দিবস। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি হলো আজ। মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আমি দেশের সকল নাগরিক এবং প্রবাসে বসবাসকারী বাংলাদেশের নাগরিকদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বাঙালি জাতির আত্মপরিচয় অর্জনের দিন ২৬ মার্চ। পরাধীনতার শিকল ভাঙ্গার দিন। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে আমি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। যাঁর অবিসংবাদিত নেতৃত্বে আমরা অর্জন করেছি মহান স্বাধীনতা। শ্রদ্ধা জানাই জাতীয় চার নেতা, মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদ এবং ২ লাখ সম্ভ্রমহারা মা-বোনকে। সম্মান জানাই যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাসহ সকল মুক্তিযোদ্ধাকে। যারা স্বজন হারিয়েছেন, নির্যাতিত হয়েছেন তাঁদের প্রতি জানাচ্ছি গভীর সমবেদনা। কৃতজ্ঞতা জানাই সকল বন্ধুরাষ্ট্র, সংগঠন ও ব্যক্তির প্রতি, যাঁরা আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ২৬ মার্চ ২০২১ থেকে ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত বর্ণাঢ্য কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। আর ১৭ মার্চ ২০২০ থেকে ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ সময়কে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ‘মুজিববর্ষ’ হিসেবে উদযাপন করা হচ্ছে। করোনাভাইরাস মহামারি পরিস্থিতিতে জনসমাগম এড়িয়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষের অনুষ্ঠানমালা উদযাপন করা হবে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে বাঙালি জাতি দীর্ঘ ২৩ বছর পাকস্তানি শাসকদের নিপীড়ন এবং বঞ্চনার বিরুদ্ধে লড়াই করে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাধ্য হয় ১৯৭০ সালে দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের। নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। কিন্তু শাসকগোষ্ঠী নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে বাংলার মানুষের উপর নির্যাতন নিপীড়ন শুরু করে। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে স্বাধীনতার ডাক দিয়ে ঘোষণা করেন, ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম; এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, জয় বাংলা’। তিনি বাঙালি জাতিকে শত্রুর মোকাবিলা করার নির্দেশ দেন।

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে অতর্কিতে নিরীহ ও নিরস্ত্র বাঙালির ওপর হামলা করে। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে হাজার হাজার মানুষ হত্যা করে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। এই ঘোষণা টেলিগ্রাম, টেলিপ্রিন্টার ও তৎকালীন ইপিআর-এর ওয়্যারলেসের মাধ্যমে সমগ্র বাংলাদেশে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমেও এই ঘোষণা প্রচারিত হয়। ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ মুজিবনগরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপরাষ্ট্রপতি, তাজউদ্দিন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী, ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী ও এএইচএম কামারুজ্জামানকে মন্ত্রী করে গঠিত বাংলাদেশের প্রথম সরকার শপথ গ্রহণ করে। শুরু হয় দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধ। ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ শেষে ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়।

স্বাধীনতার পর ৫০ বছরে আমাদের যা কিছু অর্জন তা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগের হাত ধরেই অর্জিত হয়েছে। মাত্র সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে তিনি যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশকে পুনর্গঠন করেন। ধ্বংসপ্রাপ্ত রাস্তাঘাট, ব্রিজ-কালভার্ট, রেললাইন, পোর্ট সচল করে অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার করেন। ১৯৭৫ সালে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৭ শতাংশ অতিক্রম করে। ১১৬টি দেশের স্বীকৃতি ও ২৭টি আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে বাংলাদেশ।

মাত্র ১০ মাসে তাঁর নির্দেশনায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ভিত্তিতে আমাদের সংবিধান প্রণীত হয়। মাত্র সাড়ে ৩ বছরে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে তিনি স্বল্পোন্নত দেশের কাতারে নিয়ে যান। সকল প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যখন একটি শোষণ-বঞ্চনামুক্ত অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক ‘সোনার বাংলা’ গড়ার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, ঠিক তখনই স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের কালরাতে তাঁকে পরিবারের বেশির ভাগ সদস্যসহ নির্মমভাবে হত্যা করে।

-২-

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে হত্যার পর থেমে যায় বাংলাদেশের উন্নয়ন-অগ্রযাত্রা। হত্যা, ক্যু আর ষড়যন্ত্রের রাজনীতির ঘেরাটপে আটকা পড়ে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি। ঘাতক এবং তাদের দোসররা ইতিহাসের এই জঘন্যতম হত্যাকাণ্ডের বিচারের পথ রুদ্ধ করতে জারি করে ‘ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ’।

দীর্ঘ ২১ বছর পর ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জনগণের ভোটে জয়ী হয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পায়। আমরা দায়িত্ব নিয়েই বাংলাদেশকে একটি আত্মমর্যাদাশীল দেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করি। সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি প্রবর্তনের মাধ্যমে গবির, প্রান্তিক মানুষদের সরকারি ভাতার আওতায় আনা হয়। কৃষি উৎপাদনের ওপর বিশেষ জোর দিয়ে দেশকে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ করি। পানির হিস্যা আদায়ে ১৯৯৬ সালে ভারতের সঙ্গে গঙ্গা পানি বণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তি সম্পাদন করি। ‘ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ’ বাতিল করে আমরা বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচার কার্যক্রম শুরু করি।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২০০৯ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে সরকার গঠন করে মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমরা আজ জাতির পিতার অসমাপ্ত কাজগুলো বাস্তবায়ন করছি। খাদ্য উৎপাদনে বাংলাদেশ আজ স্বয়ংসম্পূর্ণ। দারিদ্র্যের হার গত ১২ বছরে ৪২.৫ শতাংশ থেকে ২০.৫ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে। মিয়ানমার ও ভারতের সঙ্গে সমুদ্রসীমা বিরোধের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তির মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে বিশাল এলাকার উপর আমাদের সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ-ভারত স্থল সীমান্ত চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ছিটমহলবাসীর দীর্ঘদিনের মানবেতর জীবনের অবসান হয়েছে। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচারের রায় কার্যকরের মধ্য দিয়ে জাতি গ্লানিমুক্ত হয়েছে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার অব্যাহত রয়েছে এবং বিচারের রায় কার্যকর করা হচ্ছে।

আমরা ২০২১-২০৪১ মেয়াদি দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছি এবং ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। আমরাই বিশ্বে প্রথম শত বছরের ‘ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০’ বাস্তবায়ন শুরু করেছি। বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিযাত্রায় ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ এর সুবিধা আজ শহর থেকে প্রান্তিক গ্রাম পর্যায়ে বিস্তৃত হয়েছে।

মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে দেশের সকল গৃহহীনদের ঘর প্রদান কর্মসূচির আওতায় ৮ লক্ষ ৯২ হাজার গৃহহীনকে ঘর প্রদান করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ৭০ হাজার ঘর হস্তান্তর করা হয়েছে। আরও ৫০ হাজার গৃহ নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ১৯৯৬ সাল থেকে এ পর্যন্ত মোট ৯ লাখ ৯৮ হাজার ৩৪৬ পরিবারকে বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি গ্রামে শহরের নাগরিক সুবিধা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। ৯৯ শতাংশ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখতে এখন পর্যন্ত আমরা ১ লাখ ২৪ হাজার কোটি টাকার ২৩টি প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছি, যা মোট জিডিপি’র ৪.৪৪ শতাংশ।

বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠতম অর্জন লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে স্বাধীনতা লাভ। এই অর্জনকে অর্থবহ করতে সবাইকে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস জানতে হবে, মহান স্বাধীনতার চেতনাকে ধারণ করতে হবে। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে পৌঁছে দিতে হবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকারের গত ১২ বছরের নিরলস প্রচেষ্টায় স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর প্রাক্কালে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে মর্যাদাশীল উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার চূড়ান্ত সুপারিশ অর্জন করেছে। এটা আমাদের জন্য এক বিশাল অর্জন।

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বীর বাঙালি মাত্র নয় মাসে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন করেছে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আমাদের এই উন্নয়নের গতিধারা অব্যাহত থাকলে বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশ অচিরেই একটি উন্নত-সমৃদ্ধ মর্যাদাশীল দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে, ইনশাআল্লাহ।

আসুন, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর এ মাহেন্দ্রক্ষণে আমরা শপথ নিই- মহান মুক্তিযুদ্ধের আদর্শকে ধারণ করে সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে বাংলাদেশকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ক্ষুধা-দারিদ্র্য-নিরক্ষরতামুক্ত স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তুলবো।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/জসীম/শামীম/২০২১/১৩০২ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**Not to publish before 5 PM**

Handout Number : 1458

**President's Message on the occasion of the**

**great Independence and National Day**

Dhaka, 25 March :

President Md. Abdul Hamid has given the following message on the occasion of the great Independence and National Day :

"Today is 26th March, our Independence and National Day. This year we are celebrating the Golden Jubilee of our Independence. On this occasion, I extend my heartfelt greetings and warm felicitations to my fellow countrymen living at home and abroad.

On this historic day, I remember with profound respect the architect of our independent Bangladesh, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. On the fateful night of March 25, 1971, the invading forces of Pakistan suddenly attacked the unarmed Bangalees. In the early hours of March 26, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman officially declared the Independence of Bangladesh. We achieved an independent and sovereign Bangladesh through a nine-month long liberation war. I recall with deep respect the millions of martyrs who sacrificed their lives in the War of Liberation and we achieved our Independence for their supreme sacrifice. I also recall with deep reverence our Four National Leaders, valiant freedom-fighters, organizers, supporters, foreign friends and people from all walks of life who made contributions to attain our right to self-determination and freedom movement.

We have achieved our great Independence through huge sacrifices. Bangabandhu always cherished a dream of building a happy and prosperous country along with attaining political emancipation. The present government has been rendering untiring efforts in materializing that dream of Bangabandhu. Today, Bangladesh is moving towards the highway of development at an inexorable pace. We have achieved enormous success in various areas of socio-economic development including poverty alleviation, education, health, human resources development, women empowerment, reduction of child and maternal mortality rates, elimination of gender discrimination and increase in average life expectancy. Rate of poverty has been dropped. Per capita income has tripled over the past decade. The Padma Bridge, being constructed by our own resources, is now completely visible. Works on Metro Rail, Payra Deep Sea Port, Karnafuli Tunnel, Hazrat Shahjalal International Airport's Third Terminal and Rooppur Nuclear Power Plant are also progressing uninterruptedly. In various indicators of economic and social development. Bangladesh has been able to surpass not only the neighboring countries of South Asia, but also many developed countries.

Despite the negative impact of the Corona pandemic on the world economy, due to the timely and courageous steps taken by Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina, the government has been able to maintain the economic growth by countering the effects of Corona. Huge amount of remittances sent by expatriate Bangladeshis has made an important contribution to keep the wheel of the economy rolling during this time. The government has announced 23 stimulus packages worth taka 1 lakh 24 thousand crore to keep the wheel of economy rolling. Arrangements have also been made to provide COVID-19 vaccine. Bangladesh ranks first in South Asia and 20th in the world in the '[COVID Resilience Ranking](https://www.bloomberg.com/graphics/covid-resilience-ranking/)' compiled by the US news agency Bloomberg for successful handling of corona pandemic, economic revival and keeping the livelihoods running. Through this, Bangladesh’s image has been upheld around the world.

-2-

Recently, Bangladesh has received the final recommendation from the United Nations to her emergence from a least developed country to a developing one. It is a unique gift for the nation at the juncture of ‘Mujibbarsho’ and the ‘Golden Jubilee’ of our Independence. With the continuation of development process, Bangladesh will turn into a developed and prosperous country in the world by 2041, Insha Allah.

In pursuing our diplomatic objectives, the government has been consistent in upholding the principle of “Friendship to all, malice towards none” as enunciated by the Father of the Nation. Our achievement in the international arena, including the establishment of world peace, is also commendable. Despite being a densely populated country, Bangladesh has set a unique example of humanity in the world by sheltering millions of Rohingyas who have been tortured and forcibly deported from Myanmar. Accommodation has been provided with all kinds of facilities in Bhasanchar for the Rohingyas. Bangladesh believes in a peaceful solution to this problem. I call upon the United Nations and the international community, including Myanmar, to take early and effective measures for permanent solution to this problem.

In order to achieve the desired goal of Independence, we must ensure people-oriented and sustainable development, good governance, social justice, transparency and accountability. Forbearance, human rights and rule of law have to be consolidated for institutionalizing democracy. National Parliament will have to be turned into the centre of hopes and aspirations of the people. The ruling party as well as the opposition should play a constructive role in this regard in the parliament.

Bangabandhu is the source of eternal inspiration for the Bengali nation. The government has extended the period of 'Mujibbarsho' till December 16, 2021 to celebrate the birth centenary of the Father of the Nation grandiosely at home and abroad. On the eve of 'Mujibbarsho' and the Golden Jubilee of our Independence, with the joint efforts of all, may our beloved motherland become a developed country free from hunger and poverty - this is my expectation on the great Independence Day.

Joi Bangla.

Khoda Hafez, May Bangladesh Live Forever."

#

Hasan/Parikshit/Shammi/Zashim/Shamim/2021/1349 hours

Not to publish before 5 PM

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৪৫৭

**মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১১ চৈত্র (২৫ মার্চ) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ২৬ মার্চ, মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“আজ ২৬ মার্চ, মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস। এ বছর আমরা উদযাপন করছি স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী। এ উপলক্ষ্যে আমি দেশে ও প্রবাসে বসবাসরত সকল বাংলাদেশিকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

ঐতিহাসিক এই দিনে আমি পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী অতর্কিতে নিরস্ত্র বাঙালির উপর আক্রমণ চালালে ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এরপর দীর্ঘ ন’মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা অর্জন করি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। আমি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী বীর শহিদদের, যাঁদের সর্বোচ্চ ত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীনতা। আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি জাতীয় চার নেতা, বীর মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক ও সমর্থক, বিদেশি বন্ধু এবং সকল স্তরের জনগণকে, যাঁরা আমাদের অধিকার আদায় ও মুক্তিসংগ্রামে বিভিন্নভাবে অবদান রেখেছেন।

অনেক ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের মহান স্বাধীনতা। বঙ্গবন্ধু সবসময় রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি একটি সুখী-সমৃদ্ধ দেশ গড়ার স্বপ্ন দেখতেন। তাঁর সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে বর্তমান সরকার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের মহাসড়কে অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানবসম্পদ উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, শিশু ও মাতৃমৃত্যু হার হ্রাস, লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ, গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছে। দারিদ্র্যের হার কমছে। এক দশকে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়েছে তিনগুণ। নিজস্ব অর্থায়নে নিমার্ণাধীন পদ্মাসেতু এখন পুরোপুরি দৃশ্যমান। মেট্রোরেল, পায়রা গভীর সমুদ্র বন্দর, কর্ণফুলী ট্যানেল, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল ও রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজও নিরবচ্ছিন্নভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশ শুধু দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিবেশি দেশগুলোই নয়, অনেক উন্নত দেশকেও ছাড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে।

মহামারি করোনার প্রভাবে গোটা বিশ্বের অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়লেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সময়োচিত ও সাহসী পদক্ষেপের ফলে সরকার করোনার প্রভাব মোকাবিলা করে অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। এসময় প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রেরিত বিপুল পরিমাণ রেমিটেন্স অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখতে সরকার ১ লাখ ২৪ হাজার কোটি টাকার ২৩টি প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। কোভিড-১৯ এর ভ্যাকসিন প্রদানেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। করোনা মহামারির সফল মোকাবিলা, অর্থনীতির পুনরুজ্জীবন ও জীবনমান সচল রাখার ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদ সংস্থা ব্লুমবার্গ প্রণীত ‘কোভিড-১৯ সহনশীল র‌্যাংকিং’- এ বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় শীর্ষ এবং বিশ্বে ২০তম স্থান অর্জন করেছে। এর মাধ্যমে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি আরো উজ্জ্বল হয়েছে।

-২-

সম্প্রতি বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের জন্য জাতিসংঘ কর্তৃক চূড়ান্ত সুপারিশ লাভ করেছে। মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর সন্ধিক্ষণে এটি জাতির জন্য একটি অনন্য উপহার। টেকসই উন্নয়নের এ অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকলে ২০৪১ সালের মধ্যেই বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে একটি উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে মাথা উচু করে দাঁড়াবে, ইনশাআল্লাহ।

‘সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে বৈরিতা নয়’- বঙ্গবন্ধুর এ আদর্শ অনুসরণে আমাদের পররাষ্ট্র নীতি পরিচালিত হচ্ছে। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠাসহ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও আমাদের অর্জন প্রশংসনীয়। বাংলাদেশ একটি ঘনবসতিপূর্ণ দেশ হওয়া সত্ত্বেও মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বিতাড়িত ও নির্যাতিত লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দিয়ে বাংলাদেশ বিশ্ব দরবারে মানবতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। ভাসানচরে রোহিঙ্গাদের জন্য সকল ধরনের সুযোগ সুবিধাসহ উন্নত আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাংলাদেশ এ সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানে বিশ্বাসী। আমি এ সমস্যার স্থায়ী সমাধানে দ্রুত কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের জন্য মিয়ানমারসহ জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

স্বাধীনতার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে জনমুখী ও টেকসই উন্নয়ন, সুশাসন, সামাজিক ন্যায়বিচার, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে পরমতসহিষ্ণুতা, মানবাধিকার ও আইনের শাসন সুসংহত করতে হবে। জাতীয় সংসদকে পরিণত করতে হবে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রবিন্দুতে। এ জন্য সরকারি দলের পাশাপাশি বিরোধী দলকেও গঠনমূলক ভূমিকা পালন করতে হবে।

বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির চিরন্তন প্রেরণার উৎস। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী সাড়ম্বরে উদযাপনের লক্ষ্যে সরকার ‘মুজিববর্ষ’র সময়সীমা ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত বৃদ্ধি করেছে। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষের এই সন্ধিক্ষণে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত দেশে পরিণত হোক - মহান স্বাধীনতা দিবসে এ আমার প্রত্যাশা।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/জসীম/সুবর্ণা/শামীম/২০২১/১৫৩৩ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ